# ইউনিট ৮

# আমদানি ও রপ্তানি (Import and Export)

## ভূমিকা

*বর্তমান বিশ্ব বিশেষায়নের এবং বিশ্বায়নের (Specialization and Globalization)। বর্তমানে কোন উৎপাদনকারীই নিজের পণ্য বা সেবা এবং নিজের দেশের বাজার নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। একদিকে ক্রেতা ভালো পণ্য বা সেবা চায়। অপরদিকে উৎপাদক তার উৎকৃষ্ট পণ্য বা সেবা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চায়। কোন একক সংগঠন বা দেশের পক্ষে এইরূপ প্রয়োজন পূরণ সম্ভব নয় বলেই দরকার আমদানি এবং রপ্তানি। যার মাধ্যমে সারা বিশ্বের সকলের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ সম্ভব। আমদানির মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে পণ্য-সেবা আমদানি করে চাহিদা ও প্রয়োজন মিটানো যায়। রপ্তানির মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বা সেবা যে-কোন স্থানে পৌঁছে দেয়া যায়। তাই আধুনিক বিশ্বের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে আমদানি ও রপ্তানি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।*

*এই ইউনিট থেকে আপনি আমদানি ও রপ্তানি, আমদানি ও রপ্তানি পদ্ধতি এবং ইহার সাথে প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র ও শব্দাবলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

## পাঠ ১ আমদানি পদ্ধতি

### উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আমদানি পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

### বিষয়বস্তু

আমদানি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় যাবার পূর্বে আমদানি সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নেই। মানুষের চাহিদা এবং প্রয়োজন অপরিসীম এবং বৈচিত্র্যময়। মানুষের অপরিসীম ও বৈচিত্র্যময় চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের সকল পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও বন্টন কোন দেশের পক্ষেই একক ভাবে সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন দেখা দেয় বিদেশ থেকে পণ্য বা সেবা আমদানির।

সহজ কথায় প্রয়োজনীয় পণ্য বা সেবা বিদেশ থেকে সংগ্রহ বা ক্রয়কেই বলা হয় আমদানি। সাধারণতঃ কোন দেশ প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করতে না পারলে বা উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক বেশি হলেই তা বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে।

আমদানি সম্পর্কে P. H. Collin বলেন যে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে দেশের মধ্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে আনা ("Import means brought goods into a country from abroad for sale".)[1]

Y. P. Singh এবং M. Saeed বলেন যে, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করে অন্য দেশসমূহ থেকে পণ্য বা সেবাসমূহ ক্রয় করে

---

[1] Collin, P.H., Dictionary & Business; 2nd Edition, Universal Book Stall, Delhi, P. 141.

আনাই হলো আমদানি ("Import means purchase of goods or services from other countries involving the use of foreign exchange.")[2]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, কোন দেশ বা সে দেশের ব্যবসায়ী সমাজ যখন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় কোন পণ্য-দ্রব্য বা সেবাদি ক্রয় করে আনে, তখন তাকে আমদানি বলে। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এরূপ কাজ করে তাকে বলা হয় আমদানিকারক।

## আমদানি পদ্ধতি (Import Procedure)

বিদেশ থেকে পণ্য বা সেবা আমদানি করতে হলে বিশেষ কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। এই আনুষ্ঠানিকতাকে বলা হয় আমদানি পদ্ধতি। আমদানি পদ্ধতিকে কিছু ধারাবাহিক পদক্ষেপ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

### ১. আমদানি লাইসেন্স সংগ্রহ

যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে দেশে পণ্য-দ্রব্য এবং সেবা আমদানি করতে আগ্রহী হলে প্রথমেই তাকে আমদানি লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। আমদানি লাইসেন্স প্রদান করে সরকারের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রক। এজন্য আমদানিকারীকে নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফি সহ সকল তথ্য দিয়ে আবেদন করতে হয। সাধারণতঃ দেশের স্বার্থের প্রতিকূল না হলে এবং আমদানি নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেই আমদানির লাইসেন্স ইস্যু করা  হয়। আমদানি লাইসেন্স পেলেই আমদানিকারী বিদেশ থেকে তার প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য বা সেবা আমদানি করতে পারে।

### ২. তথ্য অনুসন্ধান

আমদানির লাইসেন্স সংগ্রহের পর আমদানিকারক তার প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য বা সেবাদি ক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন উৎপাদক বা সরবরাহকারী অথবা তাদের এদেশীয় এজেন্টদের সাথে যোগাযোগ করে। এর মাধ্যমে সে পণ্যের মান, গুণাগুণ, মূল্য এবং অন্যান্য শর্তাবলি সম্পর্কিত সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করে।

### ৩. ফরমায়েশ প্রদান

তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমদানিকারক সন্তোষ্ট হলে পণ্য-দ্রব্য বা সেবার জন্য ফরমায়েশ প্রদান করে। এই ফরমায়েশ পত্রে পণ্যের সকল তথ্য অর্থাৎ পণ্যের নাম, মান, মূল্য, পরিমাণ, প্রকৃতি মূল্য, পরিশোধ পদ্ধতি, পণ্য প্রেরণের তারিখ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ উল্লেখ করে। এরূপ ফরমায়েশকে বলা হয় বন্ধ বা স্থির ফরমায়েশ। অপরদিকে ফরমায়েশে সকল তথ্য সম্পূর্ণ উল্লেখ না করে কিছু রপ্তানিকারকের উপর ছেড়ে দেয়া হলে, তাকে বলা হয় মুক্ত বা খোলা ফরমায়েশ।

### ৪. বৈদেশিক মুদ্রা যোগান সংগ্রহ

এই পর্যায়ে আমদানিকারক পণ্যের পরিমাণ ও মূল্যের আলোকে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে। এজন্য আমদানিকারককে তার ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত করে।

### ৫. প্রত্যয়পত্র খোলা

রপ্তানিকারকের নিকট থেকে ফরমায়েশ পত্র গ্রহণের খবর এবং প্রত্যয়পত্র খোলার অনুমতি পাবার পর আমদানিকারক তার ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রত্যয়পত্র খোলে। এই প্রত্যায়ত্রের মাধ্যমে ব্যাংক রপ্তানিকারীকে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, আমদানিকারী ব্যর্থ হলে সে তা পরিশোধ করবে। প্রত্যয়পত্রের একটি কপি ব্যাংকের মাধ্যমে রপ্তানিকারীর নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়।

### ৬. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার উঠানামা করলে যেন আমদানি প্রক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি না হয়, এজন্য আমদানিকারক তার ব্যাংকের সাথে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদন করে। মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ সংক্রান্ত চুক্তির কপিও রপ্তানিকারকের পাঠিয়ে দেয়া হয়।

### ৭. পণ্য-দ্রব্য প্রেরণ সংবাদ প্রাপ্তি

ইতোমধ্যে রপ্তানিকারকের নিকট হতে আমদানিকারক তার প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য জাহাজে প্রেরণের সংবাদ সংক্রান্ত পত্র পেয়ে থাকে। এই পত্রের মাধ্যমে পণ্যের নাম, পরিমাণ, জাহাজের নাম এবং পণ্য বোঝাই, জাহাজ বন্দরে পৌঁছার সম্ভাব্য

---

[2] Sengh Y. P. and Saeed, M., Encyclopaedic, Dictionary of Commerce, Akashdeed Publishing House, Delhi, P. 1037, Vol. iv.

তারিখ ইত্যাদি তথ্য আমদানিকারক পেয়ে থাকে।

**৮. বিল ও দলিলপত্র প্রাপ্তি এবং মূল্য পরিশোধ**

পণ্য-দ্রব্য প্রেরণের সংবাদ প্রাপ্তির কয়েক দিনের মধ্যে আমদানিকারক রপ্তানিকারীর নিকট থেকে বিনিময় বিলসহ অন্যান্য গুরুত্বপর্ণ দলিলপত্র যা চালানি রশিদ, বহনপত্র, বীমাপত্র, বাণিজ্যিক দূতের প্রত্যয়পত্র ইত্যাদি পেয়ে থাকে। তবে দলিলপত্র ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরিত হয় এবং আমদানি কারক বিলের অর্থ নগদে পরিশোধ করে অথবা বিলে স্বীকৃতি দিয়ে তা ব্যাংক থেকে গ্রহণ করে।

**৯. শুল্ক সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন**

পণ্য বোঝাই জাহাজ বন্দরে ভিড়লে বা ভিড়ার সময় চলে আসলে আমদানিকারক বা তার প্রতিনিধি প্রয়োজণীয় দলিলপত্রসহ দুই কপি আগামপত্র (Bill of Entry) তৈরি করে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট আমদানির ঘোষণা দেয়। শুল্ক কর্তৃপক্ষ সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে প্রয়োজনীয় শুল্ক নির্ধারণ ও আদায় করে (যদি পণ্য-দ্রব্য শুল্কযোগ্য হয়) স্বাক্ষর ও সীলসহ আগাম পত্রের একটি কপি আমদানিকারক বা তার প্রতিনিধিকে ফেরৎ দেয়। শুল্ক কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীলযুক্ত এই আগামপত্রটিই “কাষ্টম পাস” (Custom Pass) হিসেবে গৃহীত হয়।

**১০. পণ্য-দ্রব্য খালাস**

নির্ধারিত বন্দরে জাহাজ ভিড়লে আমদানিকারক বা প্রতিনিধিকে জেটি চালান ফরম পূরণ করে এবং জেটি চার্জ ও অন্যান্য চার্জ প্রদান করে বন্দর কমিশনারের নিকট দাখিল করতে হয়। অপর দিকে পণ্য-দ্রব্য খালাসের জন্য জাহাজের ফোরম্যানের নিকট সকল দলিলপত্র জমা দিয়ে পণ্য-দ্রব্য খালাসের আদেশ এবং গেট পাস সংগ্রহ করতে হয়। পণ্য খালাসের আদেশ ও গেট পাস পাবার পর আমদানিকারক বা প্রতিনিধি পণ্য-দ্রব্য খালাস করতে পারে। তবে জাহাজের ভাড়া রপ্তানিকারক দিয়ে না থাকলে পণ্য খালাস আদশে এবং গেট পাস পাবার পূর্বে আমদানিকারকে তা পরিশোধ করতে হয়।

**১১. লেনদেনের পরিসমাপ্তি**

আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্য জাহাজ থেকে গ্রহণের পর ইহার যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে রপ্তানিকারকের নিকট সংবাদ প্রদান করলেই উভয়ের মধ্যে লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য যে, পণ্যের মান বা গুণাগুণ বা পরিমাণ সম্পকে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা পারস্পরিক যোগাযোগ বা বাণিজ্যিক দূত বা বণিক সমিতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

| পাঠ সংক্ষেপ |
|---|
| বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে যখন কোন পণ্য-দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে আনা হয়, তাকে আমরা আমদানি বলি। দেশে উৎপাদন সম্ভব না হলে বা ব্যয় বেশি হলেই আমদানির প্রশ্ন আসে।<br>আমদানি প্রক্রিয়ায় রয়েছে ১১টি পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপগুলো সম্পাদনের মধ্য দিয়েই আমদনি পদ্ধতির সমাপ্তি ঘটে। পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে লাইসেন্স গ্রহণ, তথ্য অনুসন্ধান, ফরমায়েশ প্রদান, মুদ্রা সংগ্রহ, প্রত্যয়পত্র খোলা, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ, পণ্য-দ্রব্য প্রেরণের সংবাদ প্রাপ্তি, বিল প্রাপ্তি ও মূল্য পরিশোধ, শুল্ক সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন এবং পণ্য-দ্রব্য খালাস। |

## পাঠোত্তর মুল্যায়ন ঃ ৮.১

**সঠিক উত্তরের পাশে ( |) টিক চিহ্ন দিন।**

১. বিদেশ থেকে কি আনা হলে তাকে আমরা আমদানি বলি?

ক. পণ্য দ্রব্য এবং সেবা　　খ.. পণ্য দ্রব্য এবং টাকা

গ. অর্থ বা টাকা　　ঘ. পণ্য বা সেবার বিনিময়ে পণ্য বা সেবা

২. আমদানি প্রক্রিয়ায় কটি পদক্ষেপ রয়েছে?

ক. ৯টি　　খ. ১০টি

গ. ১১টি　　ঘ. ২১টি

৩. আমদানি প্রক্রিয়া কিসের মধ্য দিয়ে শুরু হয়?

ক. তথ্য অনুসন্ধান　　খ. ফরমায়েশ প্রদান

গ. আমদানি লাইসেন্স গ্রহণ　　ঘ. প্রত্যয়পত্র খোলা।

# পাঠ ২ রপ্তানি পদ্ধতি

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- রপ্তানি এবং রপ্তানি পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

### বিষয়বস্তু

সহজ কথায় রপ্তানি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় যাবার পূর্বে রপ্তানি বলতে মূলত কি বুঝায় তা আমরা জানার চেষ্টা করবো। নিজের দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য-দ্রব্য বা সেবাকর্মের বিক্রয় বা প্রেরণকে রপ্তানি বা রপ্তানি বাণিজ্য বলে।

পাঠ-১ থেকে আপনারা জেনেছেন মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন অপরিসীম এবং বৈচিত্র্যময়। দেশের মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে অভ্যন্তরীণ উৎস ব্যর্থ হলেই আমদানির প্রশ্ন আসে এবং এই আমদানির মধ্যে দিয়েই রপ্তানি কার্যটি সম্পাদিত হয়। যেমন- ভারতে ইলিশ মাছের উৎপাদন নেই। কিন্তু চাহিদা প্রচুর। ভারত তা বাংলাদেশ থেকে আমদানি করলো। ভারতের এই আমদানির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্পন্ন হলো। কোন একটি দেশ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য-দ্রব্য বা সেবা কর্মাদি যখন অন্য দেশের প্রেরণ করে, তাকে রপ্তানি বলা হয়।

রপ্তানির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে P. H. Collin বলেন যে, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিদেশে পণ্য প্রেরণই হলো রপ্তানি ("Export means goods sent to a foreign country to be sold.")[1]

Y. P. Singh এবং M. Saeed বলেন যে, বিদেশে কোন পণ্য বা সেবাকর্মের বিক্রয়কে রপ্তানি বলে ("Export means any goods or services sold to a foreign country")[2] .

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, কোন দেশের প্রয়োজন অতিরিক্ত পণ্য-দ্রব্য বা সেবাকর্মাদি যখন অন্য কোন দেশে বিক্রয় করা হয়, তাকে আমরা বলবো রপ্তানি। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রপ্তানি কার্যসম্পাদন করে তাকে বলা হয় রপ্তানিকারক। রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। তাই যে দেশের রপ্তানি যতো বেশি সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ততো উন্নত।

### রপ্তানি পদ্ধতি
**(Export Procedure)**

পণ্য-দ্রব্য বা সেবা রপ্তানি করতে গেলে বেশ কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। এ সকল নিয়ম-কানুনকেই রপ্তানি পদ্ধতি বলে। রপ্তানি পদ্ধতির পদক্ষেপগুলোকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় ঃ

**১. ফরমায়েশ প্রাপ্তি ঃ**

পণ্য-দ্রব রপ্তানি প্রক্রিয়ায় প্রথমেই রপ্তানিকারক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমদানিকারকের নিকট থেকে পণ্য-দ্রব্য ক্রয়ের ফরমায়েশ পত্র পেয়ে থাকে। ফরমায়েশ দুই প্রকার হয়ে থাকে। যথা-

**ক. বন্ধ বা স্থির ফরমায়েশ ঃ** যে ফরমায়েশে পণ্যের সকল তথ্য অর্থাৎ পণ্যের নাম, গুণাগুণ, মূল্য, পরিমাণ, প্যাকিং পদ্ধতি, উৎপাদকের নাম, মুল্য পরিশোধ পদ্ধতি, পণ্য প্রেরণের তারিখ, বীমা পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ থাকে, তাকে বন্ধ বা স্থির ফরমায়েশ বলে। এই ফরামায়েশে নিজস্ব চিন্তা ও সময় ব্যয় কম হয়।

**খ. মুক্ত বা খোলা ফরমায়েশ ঃ** যে ফরমায়েশে শুধুমাত্র পণ্যের নাম ও পরিমাণ উল্লেখ থাকে, তাকে খোলা বা মুক্ত ফরমায়েশ বলে। এই ফরমায়েশে রপ্তানিকারকের উপরই বাকি বিষয়াদি স্থির করার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হয়। ফলে তার চিন্তা ও সময় বেশি ব্যয় হয়।

**২. ফরমায়েশ গ্রহণ**

ফরমায়েশ প্রাপ্তির পর রপ্তানিকারক তার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় যদি সব কিছু তার অনুকূলে হয় তবে সে তা গ্রহণ করে এবং ইহার সংবাদ আমদানিকারীকে প্রদান করে।

---

[1] Collin, P.H. পূর্বোক্ত।

[2] Singh, Y.P and Saeed, M. পূর্বোক্ত।

### ৩. প্রত্যয়পত্র খোলা

আমদানিকারকের নিকট থেকে ফরমায়েশের স্বীকৃতি গ্রহণের পর রপ্তানিকারক আমদানিকারককে প্রত্যয়পত্র খোলার অনুরোধ করে। প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারকের দেশের ব্যাংক আমদানিকৃত পণ্য-দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ সম্পর্কে রপ্তানিকারককে অংগীকার ও নিশ্চয়তা প্রদান করে।

### ৪. রপ্তানি লাইসেন্স সংগ্রহ

বিদেশে পণ্য প্রেরণ করতে হলে রপ্তানিকারককে আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের নিকট থেকে অনুমতি নিতে হয়। এই অনুমতিকে রপ্তানি লাইসেন্স বলে।

### ৫. মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার উঠানামা প্রায়ই হয়। এরূপ উঠানামায় রপ্তানিকারক যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এজন্য সে ব্যাংকের সাথে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদন করে। ফলে মুদ্রার বিনিময় হারের উঠানামা তাকে প্রভাবিত করে না।

### ৬. জাহাজ ভাড়া চুক্তি

প্রত্যয়পত্র খোলার পর থেকেই রপ্তানিকারক জাহজ অনুসন্ধান করতে থাকে। এ পর্যায়ে সে জাহাজ কোম্পানির সাথে পণ্য-দ্রব্য প্রেরণের সকল বিষয় অর্থাৎ পণ্যের পরিমাণ, ভাড়া, বহন পদ্ধতি, বহনের তারিখ, বহন পথ ইত্যাদি চূড়ান্ত করে চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তিকে জাহাজ ভাড়া চুক্তি বা Charter Party বলা হয়।

### ৭. পণ্য-দ্রব্য সংগ্রহ

রপ্তানি বিষয়ে সরকারি অনুমতি এবং প্রত্যয়পত্র খোলার পর থেকে রপ্তানিকারক রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন বা সংগ্রহ কাজ শুরু করে থাকে। এই পর্যায়ে এসে সকল পণ্য উৎপাদন বা সংগ্রহ করে আমদানিকারকের নির্দেশ মতো পণ্যের প্যাকিং সম্পন্ন করে থাকে।

### ৮. পণ্য-দ্রব্যের বীমাকরণ

রপ্তানিকারক তার রপ্তানিযোগ্য পণ্য নিরাপদে আমদানিকারকের নিকট পৌঁছানোর জন্য নৌ-বীমা কোম্পানির সাথে বীমা চুক্তি সম্পাদন করে। বীমার প্রিমিয়াম প্রাথমিকভাবে রপ্তানিকারকই পরিশোধ করে থাকে। পরবর্তী সময়ে বিলের সাথে সে আমদানিকারকের নিকট থেকে আদায় করে নেয়।

### ৯. শুল্ক বিষয়ক আনুষ্ঠানিকতা পালন

এই পর্যায়ের রপ্তানিকারক তার রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ (পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, যে জাহাজ পণ্য যাবে, যে পথে যাবে এবং যে দেশে যাবে ইত্যাদি) উল্লেখ করে শুল্ক কর্তৃপক্ষের চালান পূরণ করে রপ্তানির ঘোষণা প্রদান করে। এজন্য তাকে নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হয়। এই ঘোষণার সাথে সরকারের অনুমতি পত্র, প্রত্যয় পত্র, জাহাজ ভাড়ার চুক্তি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দলিলপত্র সংযুক্ত করতে হয়। শুল্ক কর্তৃপক্ষ এসকল দলিলপত্র নিরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে, রপ্তানি আদেশ ইস্যু করে এবং চালানের উপর শুল্কের পরিমাণ উল্লেখ করে দেয়।

### ১০. জাহাজে পণ্য-দ্রব্র বোঝাইকরণ

জাহাজে পণ্য বোঝাইকরণের পূর্বে রপ্তানিকারককে পণ্যের ওজন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে শুল্ক বিভাগে জমা দিতে হয়, রপ্তানি শুল্ক এবং জাহাজ ঘাটের ভাড়া (Dock Charge) পরিশোধ করে জাহাজে পণ্য বোঝাইর ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়। এর আলোকে জাহাজে পণ্য বোঝাই করে জাহাজের ক্যাপটেন রপ্তানিকারককে কাঁচা রশিদ (Mate receipt) প্রদান করে। এই রশিদে পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ, ওজন এবং জাহাজ স্থান কতটুকু দখল করেছে তা উল্লেখ থাকে। কাঁচা রসিদ এবং পণের চালান জাহাজ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়ে তাদের থেকে রপ্তানিকারক তিন প্রস্থে তৈরি চালান রসিদ (Bill of Lading) গ্রহণ করে। যাতে পণ্য দ্রব্যের বিবরণ জাহাজের নাম, জাহাজ নির্দিষ্ট বন্দরে পৌঁছার সম্ভাব্য তারিখ, প্রেরক ও প্রাপকের নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

### ১১. জাহাজে পণ্য প্রেরণের সংবাদ প্রদান

জাহাজে পন্য বোঝাই শুরু করেই ইহার সংবাদ রপ্তানিকারক আমদানিকারককে প্রদান করে। উক্ত সংবাদে পণ্য দ্রব্য বোঝাই সংক্রান্ত তথ্য, জাহাজের নাম, জাহাজ বন্দরে পৌছার সম্ভাব্য তারিখ এবং জাহাজের যাত্রাপথ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

### ১২. প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তৈরি ও প্রেরণ

জাহাজে পণ্য প্রেরণের সংবাদ প্রেরণের পরই রপ্তানিকারক রপ্তানির প্রয়োজনীয় দলিলপত্র যেমন- চালানি রসিদ, নৌ-বীমাপত্র, রপ্তানি চালান, বিনিময় বিল, প্রভব লেখ ইত্যাদি তৈরি করে তার ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। এই দলিলগুলোকে জাহাজী দলিল বা রপ্তানি দলিল বলা হয়। বিলের মুল্য বা স্বীকতি পেয়ে ব্যাংক এই দলিলগুলো আমদানিকারীকে প্রদান করে।

### ১৩. মূল্য প্রাপ্তি

বিনিময় বিলে আমদানিকারকের স্বীকৃতি পাবার পর ব্যাংক তা রপ্তানিকারকের নিকট ফেরৎ পাঠায়। এই বিল ব্যাংকে জমা দিয়ে বা মেয়াদ পূর্তির পূর্বে বাট্টা করে রপ্তানিকারী অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

### ১৪. লেনদেনের পরিসমাপ্তি

জাহাজ থেকে পণ্য দ্রব্য গ্রহণের পর আমদানিকারক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে ফরমায়েশ অনুযায়ী সকল পণ্য ঠিক আছে কিনা। সব ঠিক থাকলে সন্তুষ্ট হয়ে আমদানিকারী রপ্তানিকারীকে ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি প্রদান করে। এর মাধ্যমে লেনদেনের পরিসমাপ্তি ঘটে থাকে। তবে পণ্যের ওজন, গুণাগুণ বা কোন ত্রুটি থাকলে পারস্পরিক আলোচনা অথবা বণিক সমিতির মাধ্যমে তা মিটানো যায়।

### পাঠ সংক্ষেপ ঃ ৮.২

নিজের দেশ থেকে অন্য দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য-দ্রব্য বিক্রয় বা প্রেরণকে বলা হয় রপ্তানি। রপ্তানির সাথে বেশ কিছু পদক্ষেপ জড়িত। এই পদক্ষেপগুলোর সমষ্টিকে বলা হয় রপ্তানি পদ্ধতি।

রপ্তানি প্রক্রিয়ায় রয়েছে ১৪টি পদক্ষেপ যথা- ফরমায়েশ প্রাপ্তি। ফরমায়েশ গ্রহণ, প্রত্যয়পত্র খোলা, রপ্তানি লাইসেন্স গ্রহণ, মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ, জাহাজ ভাড়া চুক্তি, পণ্য দ্রব্য সংগ্রহ, পণ্য-দ্রব্য বীমাকরণ, শুল্ক বিষয়ক আনুষ্ঠানিকতা পালন, জাহাজে পণ্য দ্রব্য বোঝাইকরণ, পণ্য প্রেরণের সংবাদ প্রেরণ, প্রয়োজনীয় দলিলপত্র তৈরি ও প্রেরণ, মূল্য প্রাপ্তি এবং লেনদেনের পরিসমাপ্তি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৮.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (|) দিন।**

১. রপ্তানি বাণিজ্যে সাধারণ কি প্রেরণ করা হয়?

ক. প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য — খ. অপ্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্য

গ. প্রয়োজন অতিরিক্ত পণ্য-দ্রব্য — ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

২. রপ্তানি প্রক্রিয়ায় কটি পদক্ষেপ রয়েছে?

ক. ১০টি — খ. ১১টি

গ. ১২টি — ঘ. ১৪টি

৩. রপ্তানি প্রক্রিয়া কিসের মধ্য দিয়ে শুরু হয়?

ক. ফরমায়েশ প্রাপ্তি — খ. ফরমায়েশ গ্রহণ

গ. নিজের ইচ্ছা — ঘ. মুনাফা অর্জন

৪. রপ্তানি প্রক্রিয়ায় যে সকল দলিল পত্র তৈরি করতে হয়, তাকে কি বলে?

ক. প্রয়োজনীয় দলিল — খ. রপ্তানিকারকের দলিল

গ. জাহাজী দলিল — ঘ. আমদানিকারকের দলিল

৫. রপ্তানি প্রক্রিয়া কিসের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়?

ক. মূল্য প্রাপ্তি — খ. ধন্যবাদ জ্ঞাপন চিঠি প্রাপ্তি

গ. দুই পক্ষের ভুল বুঝাবুঝি — ঘ. পণ্য প্রাপ্তি।

# পাঠ ৩ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত দলিলপত্র এবং প্রাসঙ্গিক শব্দাবলি

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত জাহাজী এবং অ-জাহাজী দলিল পত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমদানি-রপ্তানির সাথে সম্পৃক্ত বা প্রাসঙ্গিক শব্দাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

**বিষয়বস্তু ঃ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত দলিলপত্র**

আপনারা পূর্ব পাঠ দুটি থেকে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্য দুটি দেশের মধ্যে অবস্থিত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। যাদের মধ্যে পূর্ব পরিচয় বা জানাশুনা থাকে না বললেই চলে। এই কারণেই আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্পূর্ণ দলিল নির্ভর। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত দলিলপত্রগুলোকে আমরা নিম্নরূপে শ্রেণী বিন্যস্ত করতে পারি। যথা-

ক. জাহাজী দলিলপত্র এবং

খ. অ-জাহাজী দলিলপত্র

**ক. জাহাজী দলিল পত্র (Shipping Documents)**

জাহাজে পণ্য-দ্রব্য প্রেরণের সংবাদ প্রেরণের পর-পরই রপ্তানিকারক রপ্তানিকৃত পণ্যের যে সকল দলিলপত্র তৈরি করে ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিকারকের নিকট প্রেরণ করে, তাকে জাহাজী দলিল। এই দলিলপত্র আমদানিকারকের আমদানিকৃত পণ্যের মালিকানা স্বত্বের প্রমাণ। এই দলিলপত্র বন্দর কর্তৃপক্ষ, শুল্ক কর্তৃপক্ষ এবং জাহাজ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে আমদানিকারককে পণ্য খালাস করতে হয়। জাহাজ দলিলগুলোকে আমরা এভাগে ভাগ করতে পারি। থা-

১. চালানি রসিদ বা বহনপত্র (Bill of eading)

২. বীমাপত্র (Insurance policy)

৩. বিনিময় বিল (Bill of Inroice)

৪. চালান (Invoice)

৫. বাণিজ্যদূতের চালান (Consular invoice)

৬. প্রভব লেখ বা উৎপত্তির সনদ (Certificate of origin)

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

**১. চালানি রসিদ বা বহন পত্র (Bill of lading) ঃ**

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো চালানি রসিদ। জাহাজে পণ্য বোঝাই করার পর ইহার ক্যাপ্টেনের পণ্য বোঝাই সংক্রান্ত কাঁচা রসিদ (Mate receipt) এর বিনিময়ে জাহাজ কর্তৃপক্ষ যে রসিদ প্রদান করে তাকে চালানি রসিদ বলে। এই রসিদে বোঝাইকৃত পণ্যের বিবরণ এবং জাহাজ ভাড়া সংক্রান্ত নিম্নরূপ তথ্যাদি থাকেঃ পণ্য-দ্রব্যের পূর্ণ বিবরণ, ট্রেড মার্ক, পণ্যের ওজন ও পরিমাণ, জাহাজ ও জাহাজ কোম্পানির নাম, জাহাজ ভাড়ার পরিমাণ, আমদানিকারকের নামও ঠিকানা, রপ্তানিকারকের নাম ও ঠিকানা, জাহাজ ছাড়া ও পৌঁছানোর তারিখ, প্রেরকের ও প্রাপকের বন্দরের নাম ইত্যাদি। এই দলিল আমদানিকারককে পণ্যের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করে।

সাধারণত এই রসিদ তিন কপি রপ্তানিকারক তৈরি করে এবং প্রতিটিতে জাহাজ কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর ও সীল প্রদান করে থাকে। রপ্তানিকারক জাহাজ ভাড়া প্রদান করলে 'Freight Paid' এবং ভাড়া প্রদান না করলে 'Freight Forward' সীলযুক্ত করে দেয়। চালানি রসিদের তিন কপির এক কপি রপ্তানিকারক নিজের কাছে রেখে দেয়, এক কপি ডাক যোগে এবং এক কপি ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিকারকের নিকট প্রেরণ করে। চালানি রসিদের মাধ্যমে আমদানিকারক জাহাজ থেকে পণ্য খালাস করে। এই রসিদ হস্তান্তরযোগ্য। আমদানিকারক চালানি রসিদের পিচনে স্বাক্ষর করে য কোন লোকের নিকট তা হস্তান্তর

করতে পারে।

**২. বীমাপত্র (Insurance Policy) ঃ**

পণ্য আমদানি-রপ্তানি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সমুদ্র পথে নিরাপদে আমদানিকারকে হাতে পণ্য পৌঁছানোর জন্য রপ্তানিকারক বীমা কোম্পানির সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করে, তাকে বীমাপত্র বলে। এর মাধ্যমে সমুদ্র পথের সকল বিপদের ঝুঁকি বীমা কোম্পানি বহন কের থাকে। বীমাপত্র গ্রহণের প্রাথমিক ব্যয় ও প্রিমিয়াম রপ্তানিকারক প্রদান করলেও পরবর্তীতে আমদানিকারক তা পরিশোধ করে থাকে। বীমাকৃত পণ্যের কোনরূপ ক্ষতি হলে বীমা কোম্পানি চুক্তির শর্ত মোতাবেক তা পরিশোধ করে থাকে। ফলে আমদানি ও রপ্তানিকারীকে বাড়তি ঝুঁকি বহন করতে বা কোন রূপ চিন্তা করতে হয় না।

**৩. বিনিময় বিল (Bill of Exchange) ঃ**

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের দেনা-পাওনা মিটানোর ক্ষেত্রে বিনিময় বিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। দলিলের মাধ্যমে রপ্তানিকারক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ, নির্দিষ্ট সময়ে বা চাহিবামাত্র প্রাপককে অথবা তার নির্দেশ মতো অন্য কোন ব্যক্তিকে পরিশোধের জন্য আমদানিকারককে নির্দেশ প্রদান করে তাকে বিনিময় বিল বলে।

জাহাজে পণ্য বোঝাই করার পর রপ্তানিকারক চালানি রসিদ, বীমাপত্র ইত্যাদির সাথে বিনিময় বিলও আমদানি কারকের নিকট ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠিয়ে থাকে। ব্যাংক বিনিময় বিল আমদানিকারকের নিকট উপস্থাপন করে ইহার অর্থ বা স্বীকৃতি দাবি করে। স্বীকৃতি পাবার পর তা রপ্তানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। রপ্তানিকারক ইচ্ছে করলে মেয়াদপূর্ণতার পূর্বে বা পরে বিনিময় বিল ব্যাংক থেকে ভাংগিয়ে নিতে পারে।

**৪. চালান (Invoice) ঃ**

জাহাজে প্রেরণের পূর্বেই পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ ও মূল্য উল্লেখ করে আমদানিকারকের নিকট রপ্তানিকারক যে বিবরণী প্রেরণ করে, তাকে চালান বলে। চালানে পণ্যের পুর্ণ বর্ণনা, পরিমাণ, মূল্য, প্যাকিং সংখ্যা ও ব্যয়, পরিবহন ব্যয়, বীমা প্রিমিয়াম ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। চালান থেকে আমদানিকারকের পণ্য সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা জন্মে এবং পণ্য প্রাপ্তির পর সে চালানের সাতে তা মিলিয়ে দেখে। চালানোর একটি কপি নিজের কাছে, এক কপি ব্যাংকের মাধ্যমে এবং অপর কপিটিও ডাকযোগে আমদানিকারকের নিকট পাঠিয়ে দেয়।

**৫. বাণিজ্যদূতের চালান (Consular Invoice) ঃ**

দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক দেশ অন্য কোন তার বাণিজ্যিক দূত নিয়োগ দিয়ে তাকে। তার কাজ হলো আমদানিযোগ্য পণ্যে আমার জন্য ছাড়পত্র দেয়া। রপ্তানিকারক তার পণ্যের তিন কপি চালান তৈরি করে আমদানিকারকের দেশের বাণিজ্য দূতের নিকট প্রেরণ করে। আমদানির তালিকাভুক্ত পণ্য হলে বাণিজ্য দূত তা আমদানি যোগ্য বলে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করে। ইহাকে বাণিজ্যদূতের চালান বলে।

এই চালানের তিনটি কপি করা হয। একটি কপি বাণিজ্য দূত নিজের কাছে রাখে। এক কপি রপ্তানিকারককে ফেরৎ দেয় এবং এক কপি নিজ দেশের আমদানি বন্দরে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে। রপ্তানিকারক তার কপিটি অন্যান্য দলিলের সাথে ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিকারকের নিকট প্রেরণ করে।

**৬. প্রভব লেখ বা উৎপত্তির সনদ (Certificate of Origin) :**

এটি একটি বিশেষ ঘোষণা পত্র। এর মাধ্যমে রপ্তানিকারক রপ্তানিকৃত পণ্য কোন দেশের তৈরি তা ঘোষণা করে। প্রভব লেখ স্থানীয় বণিক সভা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, পণ্যটি আমদানিকারকের দেশে নিষিদ্ধ নয়। অনেক সময় বিভিন্ন দেশের জন্য পৃথক পৃথক শুল্ক ধার্য করা হয়। প্রভব লেখ থেকে উৎপত্তির দেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষ পণ্যের উপর সহজেই শুল্ক ধার্য করতে পারে।

**খ. অ-জাহাজী দলিল (Non-Shipping Documents)**

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে জাহাজী দলিল ছাড়াও যেসব দলিল ব্যবহৃত হয়, তাকে অ-জাহাজী দলিল বলে। এ সকল দলিল কখনো জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ের পূর্বে বা পরে তৈরি করা হয়। অ-জাহাজী দলিলগুলোকে আমরা নিম্নরূপে বর্ণনা করতে পারিঃ

**১. ফরমায়েশ পত্র (Indent) ঃ**

যে পত্রের মাধ্যমে আমদানিকারক পণ্যের নাম, গুণাগুণ, পরিমাণ, মূল্য, মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি, পণ্য প্রেরণের তারিখ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে তাকে ফরমায়েশ পত্র বলে।

**২. নমুনা চালান (Pro-Forma Invoice) ঃ**

ফরমায়েশ প্রাপ্তি ও গ্রহণের পর রপ্তানিকারক চালানের আকারে পণ্যে নাম, পরিমাণ, সংখ্যা, মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি, পরিবহন ব্যয়সহ অন্যান্য তথ্য দিয়ে যে বিবরণী আমদানিকারকের নিকট প্রেরণ করে তাকে নমুনা চালান বা প্রাথমিক চালান বলে। এটা মূলতঃ পণ্য বিক্রি ও প্রেরণের পূর্বেই নমুনা বা ডামি হিসেবে পাঠানো হয়।

**৩. প্রত্যয়পত্র (Letter of Credit) ঃ**

এর মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য আমদানিকারকের পক্ষ থেকে রপ্তানিকারককে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। আমদানিকারক মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক তা দিতে বাধ্য থাকে। তাই প্রত্যয়পত্রকে ব্যাংকের ঋণ বলে গণ্য করা হয়।

**৪. জাহাজ ভাড়া চুক্তিপত্র (Charter Party) ঃ**

নির্ধারিত সময়ে বা নির্ধারিত যাত্রা পথে পণ্য পৌছে দেয়ার বিষয়ে জাহাজ কোম্পানির সাথে রপ্তানিকারকে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। তাকে জাহাজ ভাড়া চুক্তি পত্র বলে। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে জাহাজের স্থান বা সম্পূর্ণ জাহাজ ভাড়া করা হয়। জাহাজ ভাড়া চুক্তি দুই প্রকার হতে পারে। যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সর্ম্পূর্ণ জাহাজ বা তার অংশ বিশেষ ভাড়া করা হয়, তাকে সময়ভিত্তিক জাহাজ ভাড়া এবং যখন নির্দিষ্ট সমুদ্র যাত্রা পথের জন্য জাহাজ ভাড়া করা হয়, তাকে যাত্রাভিত্তিক জাহাজ ভাড়া বলে।

**৫. আগাম পত্র (Bill of Entry) :**

আমদানিকৃত পণ্য বন্দরে এসে পৌঁছায় পর আমদানিকারক পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ এবং মূল্য উল্লেখ করে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট যে বিবৃতি পাঠায় তাকে আগাম পত্র বলে। চালান থেকে এই পত্র তৈরি করা হয় এবং এই পত্র দেখে শুল্ক কর্তৃপক্ষ শুল্ক ধার্য করে।

**৬. দর্শনী বিল (Bill of Sight) ঃ**

অনেক সময় তথ্য স্বল্পতার কারণে আমদানিকারক আগাম পত্র তৈরিতে ব্যর্থ হয়ে যে পত্র তৈরি করে, তাকে দর্শনী বিল বলে। এই বিলের আলোকে আগাম পত্র তৈরির জন্য পেরিত মালামাল আমদানিকারক এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

**৭. জাহাজী প্রতিবেদন (Ships Report) ঃ**

পণ্যবাহী জাহাজ বিদেশ থেকে এসে বন্দরে পৌঁছার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইহার ক্যাপ্টেন বন্দর শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট যে বিবৃতি প্রদান করে তাকে জাহাজী প্রতিবেদন বলে। এই বিবৃতিতে জাহাজের নাম, রেজিস্ট্রিভুজ বন্দরের নাম, ক্যাপ্টেনের নাম, যাত্রা শুরুর স্থল, বোঝাইকৃত পণ্য, নাবিকদের সংখ্যা, বপ্তানিকারকের নাম, ঠিকানা ও দেশ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ থাকে। এই বিবরণ শুল্ক কর্তৃপক্ষ না পেলে পণ্য খালাস করা যায় না।

**৮. বন্ধকীপত্র (Letter of Hypothecation) ঃ**

বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংগ্রহের এটি একটি মধ্যম। যে পন্থায় আমদানিকৃত পণ্য ব্যাংকের নিকট জামানত রেখে অর্থ/ ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাকে বন্ধক বলে। অপর দিকে ঋণগ্রহণ কালে আমদানিকারক ব্যাংকের অনুকূলে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে যে বিবৃতি প্রদান করে, তাকে বন্ধকীপত্র বলে। বন্ধকীপত্রের সাথে জাহাজী দলিল পত্রও ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। পরবর্তীকালে আমদানিকারক বিলে স্বীকৃতি না দিলে বা অর্থ পরিশোধ না করলে ব্যাংক বন্ধকী মাল বিক্রি করে ঋণের টাকা আদায় করতে পারে এবং প্রয়োজনে রপ্তানিকারকের বিলও পরিশোধ করতে পারে।

**৯. বিশ্বস্ততা পত্র (Trust Letter) ঃ**

আমদানিকারক ইচ্ছে করলে জাহাজী দলিলগুলো ব্যাংকে জামানত রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এমতাবস্থায় যে দলিলের মাধ্যমে আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্যের উপর ব্যাংকের মালিকানা স্বীকার করে নেয়, নিজেকে ব্যাংকের জিম্মাদার হিসেবে উল্লেখ করে এবং পণ্য বিক্রির অর্থ ব্যাংকে জমা দ্বারা ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার করে, তাকে বিশ্বস্ততা পত্র বলে।

**১০. পোতবন্ধক এবং পণ্য বন্ধক (Bottomry and Respondentia) ঃ**

সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহনের পথিমধ্যে জাহাজের প্রচুর ক্ষতি হলে ইহা মেরামতের জন্য জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজ, জাহাজ

ভাড়া এবং জাহাজের পণ্য বন্ধক রাখতে পারে। ক্যাপ্টেন যদি শুধুমাত্র জাহাজ বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণের অঙ্গিকার তৈরি করে, তাকে পোতবন্ধক। অপর দিকে সে যদি জাহাজ ভা ও জাহাজের মাল এক্ষত্রে বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণের দলিল তৈরি করে, তাকে মালবন্ধক বলে।

**১১. ক্ষতিপূরণ পত্র (Letter of Indemmity) ঃ**

অনেক সময় রপ্তানিকারকের নিকট জাহাজী দলিলপত্র পৌঁছার পূর্বেই জাহাজ বন্দরে চলে আসে। এমতাবস্থায় আমদানিকারক এবং তার ব্যাংক যৌথভাবে জাহাজ কোম্পানিকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে পণ্য খালাসের জন্য কোনরূপ ক্ষতি হলে ব্যাংক তা বহন করবে। এই প্রতিশ্রুতিকে ক্ষতিপূরণ পত্র বলে।

**১২. পণ্য খালাসের আদেশ (Ship's Delivery Order) ঃ**

সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন শেষে বন্দর কর্তৃপক্ষ যে পত্রের মাধ্যমে আদমানিকারককে জাহাজ থেকে পণ্য খালাস করার অনুমতি প্রদান করে তাকে পণ্য খালাসের আদেশ বলা হয়।

**১৩. পণ্য বোঝাইকরণ আদেশ (Goods Shipping Order) ঃ**

নির্দিষ্ট বন্দরে, নির্দিষ্ট পণ্য পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে রপ্তানিকারকের সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর উক্ত পণ্য-দ্রব্য জাহাজে তোলার জন্য জাহাজের কর্মচারীদের যে নির্দেশ প্রদান করে, তাকে পন্য বোঝাইকরণ আদেশ বলে।

**১৪. নির্দেশ চিঠা (Advice Note) ঃ**

যে চিঠির মাধ্যমে রপ্তানিকারক আমদানিকারকের নিকট পণ্য পৌঁছার সম্ভাব্য তারিখ অবহিত করে, তাকে নির্দেশ চিঠা বলা হয়। সাধারণতঃ জাহাজে পণ্য বোঝাইয়ের শুরুতেই এটা প্রেরণ করা হয়।

**১৫. ডক রসিদ (Dock Receipt) ঃ**

রপ্তানির উদ্দেশ্য পণ্য-দ্রব্য বন্দরে উপস্থাপন করলে ডক কর্তৃপক্ষ তা বুঝে নিয়ে রপ্তানিকারক বা তার প্রতিনিধিকে যে রসিদ প্রদান করে, তাকে ডক রসিদ বলে।

**১৬. ডক ওয়ারেন্ট (Dock Warrant) ঃ**

আমদানিকৃত পণ্য অনেক সময় ডকের গুদামে সংরক্ষিত থাকে। এমতাবস্থায় ডক থেকে তা সংগ্রহের জন্য মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ আমদানিকারককে যে প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করে, তাকে ডক ওয়ারেন্ট বলা হয়।

**১৭. কাঁচা রসিদ (Mate's Receipt) ঃ**

পণ্য জাহাজে বোঝাইকরণের পর পণ্য প্রাপ্তি স্বীকার করে পণ্যের বিবরণ সংক্রান্ত যে রসিদ জাহাজের ক্যাপ্টেন রপ্তানিকারককে প্রদান করে তাকে কাঁচা রসিদ বলে।

**১৮. দলিলী বিল (Documentary Bill) ঃ**

রপ্তানিকারক যখন বিলের সাথে জাহাজী দলিলপত্রাদি যথাঃ পণ্য চালান, চালানি রসিদ, বীমাপত্র, বাণিজ্যদূতের চালান, প্রভব লেখ ইত্যাদি সম্পৃক্ত করে পাঠায় তাকে দলিলী বিল বলে।

**১৯. পরিদর্শন সনদ (Inspection Certificate) ঃ**

পণ্য পরিদর্শন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিদর্শন করে যে সনদ প্রদান করে তাকে পরিদর্শকের সনদ বলে।

**২০. সম্মিলিত পরিবহন দলিল (Combined Transport Documents) ঃ**

অনেক সময় পণ্য একাধিক মাধ্যমে আমদানিকারকের নিকট পৌঁছাতে হয়। যেমন জাহাজ, ট্রাক, রেলওয়ে, বিমান ইত্যাদি। যখন একাধিক পরিবহণে পণ্য প্রেরিত হয়, তখন বিল অব লেডিং এর পরিবর্তে সম্মিলিত পরিবহন দলিল প্রয়োজন হয়। যে সকল স্বীকৃত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তারা এই দলিল ইস্যু করে থাকে।

**২১. পরিবহন মাশুল (Freight) ঃ**

পণ্য দ্রব্যাদি স্থানান্তর অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহনের জন্য যে ভাড়া দিতে হয়, তাকে পরিবহন মাশুল বলে। মাশুল ছাড়া কোন পণ্যই পরিবহন করা যায় না।

**২২. মৃত মাশুল (Dead Freight) ঃ**

রপ্তানিকারক ও জাহাজ কর্তৃপক্ষের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখে পণ্য-দ্রব্য জাহাজে বোঝাই করতে হয়। কিন্তু এই চুক্তি অনুযায়ী রপ্তানিকারক যদি নির্ধারিত তারিখে পণ্যদ্রব্য জাহাজে বোঝাই করতে ব্যর্থ হয় এবং এজন্য জাহাজ কোম্পানিকে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাকে মৃত মাশুল।

**২৩. পরিপূরক দলিলপত্র (Auxiliary Documents) ঃ**

আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে কিছু পরিপূরক বা বিকল্প দলিল পত্রও ব্যবহৃত হয়। যার মধ্যে রয়েছে-

**ক. মান নিয়ন্ত্রণ সনদ** (Quality Control Certificate) ঃ যখন প্রত্যয় পত্রে উল্লেখ থাকে যে, পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে সনদ প্রয়োজন হবে। তখন পণ্যের গুণাগুণ বা মান স্বীকৃত কোন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা থেকে পণ্য পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যায়িত করে যে সনদ সংগ্রহ করতে হয়, তাকে মান নিয়ন্ত্রণ সনদ বলে।

**খ. জি.এস.পি. সনদ** (Generalised System of Preference Certificate) ঃ অনেক সময় উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশে পণ্য-দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিশেষ শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করে থাকে। তাকে জি.এস.পি. বলা হয়। তবে কিছু পূর্ব নির্ধারিত শর্তের আলোকেই এই সুবিধা দেয়া হয়। যে সকল পণ্য উক্ত শর্তপুরণ করতে পারে, সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রেই এই সনদ দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, প্রত্যয় পত্রে এ বিষয়টি উল্লেখ থাকলে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক ইস্যুকৃত এই দলিল দরকার হয়।

**গ. উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদ** (Phylo-Samitary Certificate) ঃ রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকায় কোন উদ্ভিদ, উদ্ভিদাংশ, উদ্ভিদজাত পণ্য বা তার নমুনা থাকলে আমদানিকারক অনেক সময় রপ্তানিকারককে উদ্ভিদের স্বাস্থ্যের প্রমাণ দাখিল করতে বলে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে একাজ করিয়ে তাদের সনদ যুক্ত করে দিতে হয়। সনদে উল্লেখ থাকে উদ্ভিদসমূহ সকল প্রকার রোগ ও পোকা-মাকড় থেকে মুক্ত কিনা। বাংলাদেশে উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর এটা প্রদান করে থাকে।

## প্রাসঙ্গিক শব্দাবলি
## (Related Words)

বর্তমান বিশ্বায়ন এবং বিশেষায়নের যুগে আমদানি এবং রপ্তানি ব্যাপকতা লাভ করেছে। আমদানিকারক পণ্যসামগ্রী আমদানি করতে গিয়ে এবং রপ্তানিকারক তার পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করতে গিয়ে বিভিন্ন শব্দাধনির সাথে পরিচিত হয়। এই শব্দগুলোকে আমরা ২টি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

ক. মূল্য সম্পর্কিত শব্দাবলি (Ouatation related words) এবং

খ. সাধারণ শব্দাবলি (General Words)

আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কে এ সকল শব্দাবলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

**ক. মূল্য সম্পর্কিত শব্দাবলি** (Quotation Related Words) ঃ

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে পণ্য-দ্রব্যের মূল্য, বাট্টার হার, মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি, পরিবহন ব্যয়, বীমা ব্যায়, কোন পক্ষ পণ্য বহনে কতদূর পর্যন্ত ব্যয় বহন করবে ইত্যাদি বিষয়ক যে-সকল শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়, তাকে মূল্য সম্পর্কিত শব্দাবলি বলে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত মূল্য পরিশোধ সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **Loco** ঃ মূল্য জ্ঞাপন পত্রে এই শব্দ ব্যবহার করার অর্থ হলো যে স্থান অর্থাৎ বিক্রেতার গুদাম থেকে পণ্য সরবরাহ করা হবে এবং এর পর সকল ব্যয় ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

২. **Franco** ঃ এরূপ সাংকেতিক শব্দের অর্থ 'Loco'র সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার গুদাম পর্যন্ত পণ্য বহনের সকল ব্যয় রপ্তানিকারক বহন করে থাকে।

৩. **Cost and Freight (C & F)** ঃ এর অর্থ হলো পণ্য পৌছানোর ক্ষেত্রে বীমা ব্যয় ছাড়া সকল ব্যয় ও জাহাজ ভাড়া রপ্তানিকারক বহন করবে।

৪. **Cost, Insurance & Freight (C.I.F)** ঃ এর অর্থ হলো পণ্য পৌঁছানোর সকল ব্যয়, বীমা ব্যয় এবং জাহাজ ভাড়া রপ্তানিকারক বহন করবে।

৫. **Cost, Insurance, Freight & Interest (C.I.F.I)** ঃ এর অর্থ হলো বিক্রেতা ব্যয়, বীমা ব্যয়, জাহাজ ভাড়া এবং সুদ বহন করবে।

৬. **Cost Insurance, Freight and Exchange (C.I.F.E)** ঃ এই শব্দ উল্লেখ থাকলে তা থেকে বুঝতে হবে পণ্য মূল্যের সাথে ব্যয় বীমা ব্যয়, জাহাজ ভাড়া এবং বিনিময় হারের হ্রাসজনিত ব্যয় বিক্রেতা বা রপ্তানিকারক পরিশোধ করবে।

৭. **Cost, Insurance, Feight, Commission and Interest (C.I.F.C.I)** ঃ এরূপ শব্দ ব্যবহারের অর্থ হলো বিক্রেতা পণ্যমূল্যের সাথে ব্যয়, বীমা, জাহাজ ভাড়া, কমিশন এবং সুদ বহন করবে। অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যের সাথে এ সকল ব্যয় পূর্বেই ধরা হয়েছে। নতুন করে ক্রেতাকে এ বিষয়ে কোন অর্থ ব্যয় করতে হবে না।

৮. **Cost on Delivery (COD)** ঃ এর অর্থ হলো সরবরাহকৃত পণ্য দ্রব্য গ্রহণের সাথে সাথে মূল্য পরিশোধ করতেহবে। যেমন- আমাদের দেশে পোস্টাল পার্সেল পাঠানো এই নিয়ম মেনে চলা হয়।

৯. **Cash with Order (C.W.O)** ঃ এই শব্দ ব্যবহারের অর্থ হলো পণ্য দ্রব্যের ফরমায়েশ প্রদানের সাথে সাথেই ক্রেতা বা আমদানিকারককে ইহার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

১০. **Carriage Extra (C.E)** ঃ এটার অর্থ হলো পণ্যমূল্যের অতিরিক্ত হিসেবে পরিবহন ব্যয়ও ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

১১. **Document Against Acceptance Bill (D/A Bill)** ঃ এর অর্থ হলো আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্যের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দিলেই রপ্তানিকারকের ব্যাংক জাহাজী দলিলগুলো প্রদান করবে।

১২. **Document Against Payment Bill (D/P Bill)** ঃ এর অর্থ বিলের পাওনা পরিশোধ হলেই দলির হস্তান্তর। এই শব্দ সংযুক্ত থাকলে বিনিময় বিলের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেই আমদানিকারক জাহাজী দলিলপত্র পেয়ে থাকে।

১৩. **Duty Paid (DP)** ঃ এই শব্দের অর্থ হলো রপ্তানিকারক আমদানিকৃত পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক পরিশোধ করেছে।

১৪. **Ex-Ship** ঃ এটার অর্থ হলো রপ্তানিকারক আমদানিকারকের বন্দর পর্যন্ত পণ্যসামগ্রী নিজ উদ্যোগ ও ব্যয়ে পৌঁছে দিবে।

১৫. **Free Alongside Ship (FAS)** ঃ এর অর্থ হলো রপ্তানিকারক তার রপ্তানিযোগ্য সকল পণ্য নিজ গুদাম থেকে জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছানোর সকল ব্যয় বহন করবে।

১৬. **Free on Board (FOB)** ঃ এর অর্থ হলো পণ্য বিক্রেতার গুদাম থেকে জাহাজ বোঝাই পর্যন্ত সকল ব্যয় বিক্রেতা বা রপ্তানিকারক বহন করবে। অর্থাৎ পণ্যমুল্যের মধ্যে জাহাজে বোঝাইকরণ ব্যয় ধরা হয়েছে। এজন্য ক্রেতাকে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে না।

১৭. **Free on Wagon (F.O.W)** ঃ পণ্য রেলওয়ের মাধমে পাঠানো হলে এই টার্মটি ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হলো পণ্য রেলওয়াগনে বোঝাইকরণ পর্যন্ত ব্যয় রপ্তানিকারক বহন করবে।

১৮. **In Bond** ঃ এই শব্দের অর্থ হলো পণ্য-দ্রব্য আমদনিকারকের দেশের শুল্ক গুদাম পর্যন্ত পৌঁছানোর সকল ব্যয় ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এ পযন্ত সকল ব্যয় দ্রব্য মূল্যের সাথেই সংযুক্ত রয়েছে।

১৯. **Prompt Cash (P.C)** ঃ এই টার্মের অর্থ হলো আমদানিকৃত পণ্য দ্রব্যের চালানি রসিদ পাবার অল্প কদিনের মধ্যে ইহার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

২০. **Ex-Warehouse:** এর দ্বারা গুদামঘর থেকে শুরু করে পণ্য বহনের সকল ব্যয় আমদানিকারকে বহন করতে হয়।

২১. **Errors and Ommission Excepted (E & O.E)** ঃ চালানে এইশব্দ লিখার অর্থই হলো ভুলত্রুটি সাপেক্ষে ইহা সংশোধনের অধিকার রপ্তানিকারকের রয়েছে।

২২. **(Carriage Forward (CRR. FWD)** ঃ ক্রেতাকে যখন পণ্য পরিবহন ব্যয় বহন করতে হয়, তখন এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

২৩. **(Carriage Paid (CRR.PAID)** ঃ বিক্রেতা যখন পণ্যের পরিবহন খরচ বহন করে, তখন এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

### খ. সাধারণ শব্দাবলি (General Words)

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে মূল্য সম্পর্কিত ছাড়াও যে সকল শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়, তাকে সাধারণ শব্দাবলি বলা হয়। সাধারণ

শব্দাবলি আমদানি-রপ্তানি বণিজ্যের একটি বিরাট স্থান দখল করে আছে। সাধারণ শব্দাবলিকে আমরা নিম্ন রূপে আলোচনা করতে পারি-

১. Act of God (দৈব ঘটনা) ঃ এই টার্মটি বৈদেশিক বাণিজ্যের নৌ ও অগ্নিবীমায় ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা মানুষের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত প্রাকৃতিক ঘটনা বা দুর্ঘটনাকে বুঝায়। যেমন- ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, ঘুর্ণিঝড়, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি ঘটনাকে দৈবঘটনা বলা যায়।

২. Advice Note (নির্দেশ চিঠা) ঃ এর দ্বারা রপ্তানিকারকের নিকট থেকে পণ্যদ্রব্য আমাদানিকারকের নিকট প্রেরণের সংবাদ দেয়াকে বুঝানো হয়।

৩. Advalorem (মূল্যানুপাতিক) ঃ এর দ্বারা পণ্যের গুণাগুণ বা পরিমাণকে উপেক্ষ করে পণ্যের মূল্য অনুপাতে আমদানি রপ্তানি শুল্ক ধার্য করাকে বুঝানো হয়।

৪. Average (এভারেজ) ঃ সমুদ্র পথে পণ্য-দ্রব্য পরিবহন কালে পণ্য, জাহাজ, জাহাজ ভাড়ার কোন ক্ষতি সাধন হলে তাকে এভারেজ বলে।

৫. Back Freight (ফেরত ভাড়া) ঃ জাহাজের মালিক সম্পূর্ণ পণ্য বহন করতে না পারায় অথবা আংশিক খালাস করার কারণে জাহাজ ভাড়ার মোট পরিমাণ থেকে ভাড়ার যে অংশ ফেরৎ দেয়, তাকে ফেরত ভাড়া বলে।

৬. Balance of Trade (বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত) ঃ কোন নির্দিষ্ট আর্থিক বৎসরে দুই দেশের মধ্যে সংঘটিত আমদানী-রপ্তানি বাণিজ্যের যে পার্থক্য সৃষ্ট হয়, তাকে বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত বলে।

৭. Bill of Entry (আগামপত্র) ঃ আমদানিকৃত পণ্য নিয়ে বিদেশ থেকে জাহাজ বন্দরে এসে পৌঁছার পর আমাদনিকারক বা তার প্রতিনিধি আমদানিকৃত পণ্য-দ্রব্যের যে তালিকা বন্দর শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়, তাকে আগামপত্র বলে।

৭. Bill of Lading (বহনপত্র/ চালানী রসিদ) ঃ জাহাজে রপ্তানিযোগ্য সকল পণ্য-দ্রব্য বোঝাই করে জাহাজ কর্তৃপক্ষ পণ্যের পরিমাণ, গুণাগুণ, ভাড়া চুক্তি ইত্যাদি উল্লেখ করে রপ্তানিকারককে যে রসিদ প্রদান করে তাকে বহনপত্র বা চালানী রসিদ বলে।

৮. Bonded Goods (শুল্কাধীন পণ্য) ঃ বন্দরে পৌঁছার পর মুল্ক পরিশোধ না করার কারণে যেসকল পণ্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের গুদামে সংরক্ষিত থাকে, তাকে শুল্কাধীন পণ্য বলে।

৯. Bonded Ware house (শুল্কাধীন গুদাম) ঃ বন্দরের শুল্ক পরিশোধ না হওয়া পণ্য-দ্রব্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ যে গুদামে সংরক্ষণ করে, তাকে শুল্কাধীন গুদাম বলে। মোট কথা শুল্কাধীন পণ্যদ্রব্য যে গুদামে রাখা হয়, তাহাই শুল্কাধীন গুদাম।

১০. Brand (ব্রাণ্ড) ঃ পণ্য পার্থক্য এবং মালিকানা নিরূপণকারী প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিভিন্ন চিহ্ন বা নামকে ব্রাণ্ড বলে।

১১. Cause Proxima (আশু করণ) ঃ নৌ-চুক্তিতে এই টার্মটি ব্যবহৃত হয়। বীমাকৃত পণ্যদ্রব্য একাধিক কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মূল কারণ অনুসন্ধান করা হয় এবং তা বীমাকরা থাকলেই কেবল বীমার দাবি পরিশোধ করা হয়।

১২. Certificate of Origin (উৎপত্তির সনদ) ঃ এই সনদের মাধ্যমে রপ্তানিকারক পণ্যের উৎপত্তি স্থান সম্পর্কে আমদানি কারককে অবহিত করে। এইসনদে রপ্তানিকারকের দেশের বণিক সমিতির অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

১৩. Cessor Clause (বিরাজ শর্ত) ঃ চার্টার পার্টিতে এই শর্তের উল্লেখ থাকলে পণ্য প্রেরক বা রপ্তানিকারীকে পণ্য জাহাজে বোঝাইকরণের সময়ই ভাড়া পরিশোধ করতে হয়।

১৪. Charges Forward (অগ্রবর্তী ধার্যকৃত মূল্য) ঃ আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্য বন্দর হতে খালাস করার পর আমদানিকারক বা তার প্রতিনিধিকে যে পরিবহন ব্যয় পরিশোধ করতে হয়, তাকে অগ্রবর্তী ধার্যকৃত মূল্য বলে।

১৫. Charter Party (নৌ-ভাটক) ঃ রপ্তানিক চুক্তির সকল পণ্য আমাদানিকারকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট পথে পৌঁছে দেয়ার জন্য জাহাজ কর্তৃপক্ষের সাথে রপ্তানিকারকের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাকে নৌ-ভাটক বলে।

১৬. Consul (বাণিজ্যিক দূত) ঃ দেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখার জন্য কোন দেশ যখন অপর কোন দেশে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে, তাকে বাণিজ্যিক দূত বলা হয়।

১৭. Consular Invoice (বাণিজ্যিক দূতের চালান) ঃ আমদানিকারী দেশের বাণিজ্যিক দূত রপ্তানিকারীর দেশে অবস্থান করে এবং আমাদানিযোগ্য পণ্যাদি পরীক্ষা করে যে প্রত্যয়ন-পত্র ইস্যূ করে তাকে বাণিজ্যিক দূতের চালান বলে।

১৮. Contra Band (নিষিদ্ধ পণ্য) ঃ সরকার যে সকল পণ্য সামগ্রীর উপর আমদানি ও রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা জারী করে, তাকে উক্ত দেশে নিষিদ্ধ পণ্য বলে।

১৯. Custom Duties (বহিঃ শুল্ক) ঃ আমদানিকৃত পণ্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বে এবং রপ্তানিকৃত পণ্য দেশের বাহিরে যাবার পূর্বে যে শুল্ক পরিশোধ করতে হয়, তাকে বহিঃশুল্ক বলে।

২০. Custom House (শুল্ক ভবন) ঃ বহিঃশুল্ক সংগ্রহের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানকে শুল্ক ভবন বলে।

২১. Dead Freight (সুপ্ত জাহাজ ভাড়া) ঃ রপ্তানির জন্য ভাড়া কৃত জাহাজে পণ্য বোঝাই করার পরও যদি স্থান খালি থাকে, তবে তার জন্য রপ্তানিকারককে স্বল্প হারে যে ভাড়া দিতে হয়, তাকে সুপ্ত জাহাজ ভাড়া বলে।

২২. Del Credere Agent (ঝুঁকি বাহক প্রতিনিধি) ঃ ধারে পণ্য ক্রয় কালে যে প্রতিনিধি অতিরিক্ত কমিশনের মাধ্যমে বিক্রেতার নিকট ক্রেতার পক্ষের জামিনদার হয়, তাকে ঝুকিবাহক প্রতিনিধি বলে।

২৩. Demarrage (খেসারত) ঃ চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রপ্তানিকারক পণ্য-দ্রব্য বোঝাই ব্যর্থ হলে অথবা আমদানিকারক পণ্য-দ্রব্য খালাস করতে ব্যর্থ হলে, জাহাজের মালিককে অতিরিক্ত যে অর্থ দিতে হয়, তাকে খেসারত বলে।

২৪. Dock Warrent (ডক রসিদ) ঃ পণ্য রপ্তানিকারকের নিকট থেকে পণ্য সামগ্রী বুঝে পেয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ যে রসিদ প্রদান করে, তাকে ডক রসিদ বলে।

২৫. Docket (ডকিট) ঃ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত দলিল পত্রের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসারকে ডকিট বলা হয়।

২৬. Documentary Bill (দলিলী হুন্ডি) ঃ রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য আদায়ের উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক বিনিময় বিল তৈরির সময় বহনপত্র, চালান, বাণিজ্যিক দূতের প্রত্যায়িত চালান, প্রভব লেখ, বীমাপত্র ইত্যাদি সংযুক্ত করে থাকে। এসব দলিল সমেত দাখিলাকৃত বিনিময় বিলকে দলিলী হুন্ডি বলে।

২৭. Documents Against Acceptance Bill/DA Bill (স্বীকৃতি সাপেক্ষ বিল) ঃ এর মূল বিষয় হলো আমদানিকারক বিলের স্বীকৃত দিলেই রপ্তানিকরকের ব্যাংক তাকে জাহাজী দলিলগুলো প্রদান করবে।

২৮. Documents Against Payment Bill / DP Bill (পরিশোধ সাপেক্ষ বিল) ঃ এর মূল কথা হলো আমদানিকারক বিলের অর্থ পরিশোধ করলেই রপ্তানিকারকের ব্যাংক তাকে জাহাজী দলিলগুলো প্রদান করবে।

২৯. Dumping (কমদামে বিক্রয়) ঃ নির্ধারিত দামের চেয়ে হ্রাসকৃত মূল্যে পণ্য রপ্তানিত করে বিদেশী বাজার দখলের প্রচেস্টা বা কৌশলকে ডাম্পিং বলে।

৩০. Duty (শুল্ক) ঃ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের উপর সরকার কর্তৃক যে কর ধার্য করা হয়, তাকে শুল্ক বলে।

৩১. Duty (শুল্ক পরিশোধ) ঃ এর দ্বারা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর পরিশোধকে বুঝায়।

৩২. Embargo (নিষেধাজ্ঞা) ঃ বিদেশ থেকে দেশে কোন পণ্য আমদানি অথবা বিদেশে দেশ থেকে কোন পণ্য রপ্তানিতে সরকার কর্তৃক যে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় তাকে নিষেধাজ্ঞা বলা হয়।

৩৩. Entrepot (পুনঃ রপ্তানি বন্দর) ঃ যে বন্দরে পণ্য আমদানি করে এনে অন্য দেশে পুনরায় রপ্তানির জন্য সাময়িকভাবে রাখা হয়, তাকে পুনঃ রপ্তানি বন্দর বলে।

৩৪. Enrepot Trade (পুনঃ রপ্তানি ব্যবসায়) ঃ এক দেশ থেকে পণ্য দ্রব্য আমাদানি করে তা অন্য দেশে রপ্তানি করাকেই পুনঃ রপ্তানি ব্যবসায় বলা হয়।

৩৫. Foreign Bill (বৈদেশিক বিনিময় বিল) ঃ আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় যে বিল এক দেশে তৈরি করা হয় এবং অন্য দেশে তা পরিশোধযোগ্য হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় বিল বলা হয়।

৩৬. Foreign Exchange (বৈদেশিক বিনিময়) ঃ দুই বা তার বেশি দেশের মধ্যে মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়কে বৈদেশিক বিনিময় বলে।

৩৭. Forward Exchange (আগাম বৈদেশিক বিনিময়) ঃ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যদি শর্ত থাকে যে, ভবিষ্যতের কোন সময় তা প্রদান করা হবে, তবে তাকে আগাম বৈদেশিক বিনিময় বলে।

৩৮. Indent Bussiness (ফরমায়েশী ব্যবসায়) ঃ আমদানিকরকের জন্য রপ্তানিকারক নিশ্চিত করা এবং রপ্তানিকারকের জন্য আমদানিকারক নিশ্চিতকরার জন্য যে সকল সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কাজ করে, তাকে ফরমায়েশী ব্যবসায় বলে।

৩৯. Jetsam (নিক্ষিপ্ত পণ্য) ঃ সমুদ্র যাত্রাকালে জাহাজকে হালকা করে সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচার জন্য যে সকল পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তাকে নিক্ষিপ্ত পণ্য বলে।

৪০. Jettision (পণ্য নিক্ষেপ) ঃ সামুদ্রিক বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সমুদ্রে পণ্য ফেলে জাহাজ হাল্কা করার প্রক্রিয়াকে পণ্য নিক্ষেপ বলা হয়। সাধারণ অপ্রয়োজনীয় ও কম মূল্যের পণ্যই সমুদ্রে ফেরা হয়।

৪১. Lay Day (সংরক্ষিত দিন) ঃ রপ্তানির জন্য জাহাজে পণ্য বোঝাই এবং বন্দরে জাহাজ ভিড়লে পণ্য খালাস করার জন্য যে দিন তারিখ স্থির করা হয়, তাকে সংরক্ষিত দিন বলে।

৪২. Mamifest (জাহাজী বিবৃতি) ঃ জাহাজ ছাড়ার পূর্বে জাহাজের ক্যাপ্টেন জাহাজের নাম, নাবিকের সংখ্যা, পণ্যদ্রব্যের বিবরণ ও গন্তব্য বন্দরের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট যে বিবৃতি প্রদান করে তাকে জাহাজী বিবৃতি বলে।

৪৩. Mates Receipts (জাহাজীকরণ দলিল) ঃ জাহাজে বাহিত পণ্যদ্রব্যের বিবরণ সম্পর্কিত যে বিবৃতি জাহাজের ক্যাপ্টেন প্রদান করে, তাকে জাহাজীকরণ দলিল বলে।

৪৪. Primage (পরিদর্শনী) ঃ রপ্তানির উদ্দেশ্যে জাহাজে পণ্য বোঝাই ও খালাস করার জন্য যে ব্যয় নির্বাহ করা হয়, তাকে পরিদর্শনী বলে।

৪৫. Railway Receipt (রেলওয়ে রসিদ) ঃ রেল গাড়িতে পণ্য বহনের উদ্দেশ্যে দেয়া হলে তা গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট প্রাপকের নিকট অর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষকে রসিদ প্রদান করে তাকে রেলওয়ে রসিদ বলে।

৪৬. Rate of Exchange (বিনিময় হার) ঃ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশের মুদ্রার তুলনায় অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্যকে বিনিময় হার বলে।

৪৭. Ships Report (জাহাজী বিবরণ) ঃ পণ্য-দ্রব্য নিয়ে নির্ধারিত বন্দরে এসে জাহাজ পৌঁছার ২৪ ঘন্টার মধ্যে জাহাজের নাম, মালিকের নাম, ঠিকানা, পণ্যের পূর্ণ বর্ণনা, নাবিকদের পূর্ণ বিবরণ, পণ্য প্রেরকের পূর্ণ বিবরণ ইত্যাদি উল্লেখ করে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট যে বিবৃতি প্রদান করে, তাকে জাহাজী বিবরণ হলে।

৪৮. Salvaged Goods (উদ্ধারকৃত সম্পদ) ঃ অনেক সময় সমুদ্র গর্ভ থেকে অনেক সম্পদ উদ্ধার করা হয়। সমুদ্র গর্ভ থেকে প্রাপ্ত সম্পদকেই উদ্ধারকৃত সম্পদ বলে।

৪৯. Trade Mark (ব্যবসায় প্রতীক) ঃ উৎপাদিত পণ্যের উপর উৎপাদক তার প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্ট্রিকৃত যে চিহ্ন. ছাপ, নাম বা মার্কা ব্রবহার করে থাকে, তাকেই ব্যবসায় প্রতীক বলা হয়।

৫০. Tariff (বহিঃশুল্ক প্রদেয় তালিকা) ঃ যে কোন দেশেই পণ্য আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। আমদানিকৃত কোন পণ্যের উপর কিরূপ শুল্ক ধার্য করা হবে তা যে তালিকায় উল্লেখ থাকে তাকে বহিঃশুল্ক প্রদেয় তালিকা বলে।

## পাঠ সংক্ষেপ

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে যে সকল দলিল পত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাকে আমরা বৃহদার্থে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, যথাঃ জাহাজী দলিলপত্র এবং অ-জাহাজী দলিলপত্র। জাহাজে পণ্য প্রেরণ সংক্রান্ত দলিলপত্রগুলোকে জাহাজী দলিল বলে। জাহাজী দলিলের মধ্যে রয়েছে চালানি রসিদ, বীমাপত্র, বিনিময় বিল, চালান, বাণিজ্যদূতের চালান এবং প্রভব লেখ।

আমার দিকে জাহাজী দলিলপত্র ছাড়া অন্যান্য দলিলগুলোকে অ-জাহাজী দলি বলে। অজাহাজী দলিলের মধ্যে রয়েছে ফরমায়েশ পত্র, নমুনা চালান, প্রত্যয়পত্র, জাহাজ ভাড়া চুক্তিপত্র, আগামপত্র, দর্শনী বিল, জাহাজী প্রতিবেদন, বন্দকীপত্র, বিশ্বস্ততা পত্র ইত্যাদি।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে যে সকল টার্ম বা শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়। তাকে আমরা বৃহদার্থে দুই বাগে ভাগ করতে পারি যথাঃ

মূল সম্পর্কিত শব্দাবলি এবং সাধারণ শব্দাবলি। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্যের মল্য, বাট্টা, মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি, পরিবহন ব্যয়, বীমা ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কিত শব্দাবলিকে মূল্য সম্পর্কিত শব্দাবলি বলে। যার মধ্যে রয়েছে Loco, Franco, Cost and Freight, Free on Board ইত্যাদি প্রধান।

অপর দিকে মূল্য সম্পর্কিত ছাড়াও যে সকল শব্দাবলি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়, তাকে সাধারণ শব্দাবলি বলে। এর মধ্যে রয়েছে Act of God, Advice Note, Bill of Lading, Certificate of Origin, Charter Party, Consular Invoice, Custom Duties ইত্যাদি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (|) দিন।**

১. আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত দলিল পত্রকে আমরা দুভাবে ভাগ করতে পারি। যথা–

ক. জাহাজী এবং সড়ক | খ. জাহাজী এবং বিমান
গ. জাহাজী এবং অ-জাহাজী | ঘ. কোনটিই নয়।

২. চালানি রসিদ, বীমাপত্র, চালান ইত্যাদি দলিলগুলো কোনজাতীয়?

ক. জাহাজী দলিল | খ. অ-জাহাজী দলিল
গ. মূল্য সম্পর্কিত দলিল | ঘ. কোনটিই নয়।

৩. ফরমায়েশ পত্র, নমুনা চালান, প্রত্যয়পত্র, বন্ধকীপত্র ইত্যাদি দলিলগুলো কোন জাতীয়?

ক. জাহাজী দলিল | খ. অ-জাহাজী দলিল
গ. মূল্য প্রদান সম্পর্কিত দলিল | ঘ. মূল্য পরিশোধ সম্পর্কিত দলিল

৪. আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত শব্দাবলিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

ক. মুল্য সম্পর্কিত শব্দাবলি | খ. অমূল্য বা সাধারণ শব্দাবলি
গ. টেকনিক্যাল শব্দাবলি | ঘ. মূল্য সম্পর্কিত ও সাধারণ শব্দাবলি

৫. পণ্যদ্রব্যের মূল্য, বাট্টা, মূল্য পরিশোধ পদ্ধতি, পরিবহন ব্যয় ইত্যাদি শব্দগুলো কোন জাতীয় শব্দাবলি?

ক. মূল্য সম্পর্কিত | খ. সাধারণ
গ. যৌথ শব্দাবলি | ঘ. চার্টার পার্টি সংক্রান্ত।

৬. আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে মূল্য সম্পর্কিত ছাড়াও যে সকল দলিলপত্র ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলা হয়?

ক. সাধারণ শব্দাবলি | খ. জটিল শব্দাবলি
গ. মিশ্র শব্দাবলি | ঘ. সহায়ক শব্দাবলি

# রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. বাংলাদেশ থেকে বিদেশে দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানীর পদ্ধতি আলোচনা করুন।
২. বিদেশ থেকে বাংলাদেশে দ্রব্য-সামগ্রী আমদানীর পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৩. জাহাজী দলিল পত্র সমূহ কি কি? উহাদের বর্ণনা করুন।
৪. অ-জাহাজী দলিল পত্র সমূহ সম্বন্ধে বর্ণনা করুন।